পবিত্রতা ও নামাযের বিধান

الطهارة والصلاة – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

الطهارة والصلاة

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة السابعة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات (بالزلفي)

أحكام الطهارة والصلاة – بنغالي / الزلفي

٣٩ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : x-٧٢- ٨١٣-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-الطهارة (فقه إسلامي) ٢- الصلاة أ. العنوان

ديوي ٢٥٢ ١٤٢٠/٣٧١٧

رقم الإيداع : ١٤٢٠/٣٧١٧

ردمك : x-٧٢- ٨١٣-٩٩٦٠

أحكام الطهارة

পবিত্রতার বিধান

পবিত্রতা ও অপবিত্রতা

অপবিত্রতারঃ অপবিত্রতার অর্থ হচ্ছে এমন মলিনতা, অশুচিতা, যা থেকে একজন মুসলিমকে বেঁচে থাকতে হয় এবং কাপড়ে লাগলে ধুয়ে ফেলতে হয়। কাপড়ে বা শরীরে দৃষ্টি গোচর হয় এমন অতরল কোন অপবিত্র জিনিস লাগলে, তা দূর হওয়া পর্যন্ত ধুতে হবে। যেমন, মাসিকের রক্ত। তবে যদি ধুয়ে ফেলার পরও তার চিহ্ন থেকে যায় যা দূর করা কষ্টকর, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি অপবিত্র জিনিস এমন তরল পদার্থ হয়, যা কাপড়ে বা শরীরে লাগলে দৃষ্টি গোচর হয় না, তা একবার ধুয়ে ফেললে যথেষ্ট হবে। জমিতে বা মাটিতে অপবিত্র জিনিস লাগলে, পানি ঢাললে তা পবিত্র হয়ে যায়। অনুরূপ অপবিত্র জিনিস যদি তরল হয়, তবে শুকিয়ে গেলে তা পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু যদি অতরল হয়, তাহলে তা দূর না করা পর্যন্ত পবিত্র হয় না।

পবিত্রতা অর্জন এবং অপবিত্রতা দূরীকরণের জন্য পানি ব্যবহার করা হবে। যেমন, বৃষ্টির ও সমুদ্রের পানি ইত্যাদি। ব্যবহৃত পানি এবং যে পানির সাথে কোন পবিত্র জিনিস মিশে যায় এবং তা নিজ অবস্থায় থাকে, তা পানি বলেই পরিগণিত হয়। কিন্তু যদি পবিত্র কোন জিনিস মিশে গিয়ে পানির অবস্থার পরিবর্তন করে দেয়, তাহলে পবিত্রতা অর্জনের জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। অনুরূপ এমন নাপাক জিনিস যদি মিশে যায়, যা পানির স্বাদ অথবা

গন্ধ বা রঙকে পরিবর্তন করে দেয়, তাহলে তাও ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কিন্তু কোন কিছুর যদি পরিবর্তন সূচিত না হয়, তাহলে তাহারাত হাসিলের জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয। অনুরূপ পান করার পর পাত্রের অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা জায়েয। তবে যদি কুকুর বা শুকর পান করে থাকে, তাহলে নয়, কারণ তা অপবিত্র।

অপবিত্রতার প্রকারঃ অপবিত্রতা কয়েক প্রকারের যথা,

(ক) পেশাব-পায়খানা।

(খ) অদীঃ পেশাবের পর নির্গত গাঢ় সাদা পদার্থ।

(গ) মা যৌন উত্তেজনার চরম মহূর্তে বীর্য পাতের পূর্বে নির্গত শ্বেত তরল পদার্থ। বীর্য পবিত্র, তবে ধুয়ে নেওয়া মুস্তাহাব যদি ভিজে থাকে। আর শুকিয়ে গেলে তা রগড়ে নিলেই যথেষ্ট হয়।

(ঘ) হারাম পশু-পাখির মল ও পেশাব। তবে হালাল পশু-পাখির মল ও পেশাব পবিত্র।

উল্লিখিত এই অপবিত্র জিনিসগুলো অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে এবং শরীরে ও কাপড়ে লাগলে তা দূর করতে হবে।

(ঙ) মাসিক ও নেফাসের রক্ত। মাযী কাপড়ে লাগল, তাতে পানির ছিটা মারলেই হবে।

পবিত্রতার বিধানঃ

১। যদি মানুষের জামা-কাপড় বা শরীরে এমন কিছু অপবিত্র জিনিস লাগে যা নাপাক কি না জানে না, এমতাবস্থায় সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করা তার উপর ওয়াজিব নয় এবং তা ধুয়ে ফেলারও প্রয়োজন নেই। কারণ, প্রত্যেক জিনিসের প্রকৃতিই হলো পবিত্র।

(২) নামায শেষ করার পর যদি কেউ শরীরে বা কাপড়ে এমন নাপাক জিনিস দেখে যার সম্পর্কে তার জানা ছিল না অথবা জানা ছিল কিন্তু ভুলে গিয়েছিল, তাহলে তার নামায শুদ্ধ গণ্য হবে।

(৩) কাপড়ে অপবিত্র লাগা স্থান ঠিক জানা না থাকলে, যথাসাধ্য তার খোঁজ করতে এবং সেই স্থানটা ধুতে হবে, যেটার ব্যাপারে তার বেশীরভাগ ধারণা যে এখানেই লেগেছে। কেননা, অপবিত্র জিনিস উপলব্ধি করা যায়। তার রঙ, স্বাদ ও গন্ধ আছে।

পেশাব-পায়খানাঃ

পেশাব-পায়খানার আদবসমূহের কিছু আদব নিম্নরূপ,

১। প্রস্রাবখানা ও পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে বাঁ পা আগে রেখে এই দুআ পাঠ করবে।

((بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ))

"বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবুসি অল খাবা-ইস" আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট খবিস জিন ও জিন্নী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রেখে বলবে, (غفرانَكَ) (গুফরা নাক) হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা চাই।

২। এমন কোন জিনিস নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করবে না যার, মধ্যে আল্লাহর নাম লিখা আছে। তবে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে নিতে

নিতে পারে।

৩। খোলা মাঠে পেশাব-পায়খানা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ ও পিছন করে বসবে না। তবে নির্মিত (চারদিক ঘেরা) হলে ক্বেবলার দিকে মুখ ও পিছন করা জায়েয।

৪। লোক চক্ষু থেকে লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখবে এ ব্যাপারে অবহেলা করবে না। পুরুষদের লজ্জাস্থান হল, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর মহিলাদের সমগ্র শরীরটাই ঢাকতে হবে শুধু চেহারা খুলে রাখবে। তবে যদি পরপুরুষ থাকে, তাহলে নামাযেও মুখমন্ডল ঢাকতে হবে।

৫। শরীরে ও কাপড়ে যেন পেশাব-পায়খানার কোন কিছু না লাগে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

৬। পেশাব-পায়খানার পর পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করবে। অথবা রুমাল (টিসু), পাথর ইত্যাদি ব্যবহার ক'রে অপবিত্রতার চিহ্ন দূর করবে। পরিষ্কার করার সময় বাঁম হাত ব্যবহার করবে।

ওযূঃ

ওযূ ছাড়া নামায কবুল হয় না। আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)) متفق عليه

"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যে অপবিত্র অবস্থায় থাকে, তার নামায কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে অযূ করে নেয়।" (বুখারী ৬৯৫৪ ও মুসলিম ২২৫) অনুরূপ অযূ পর্যায়ক্রমে (ওযূর স্থানগুলো পর্যায়ক্রমে ধুতে হবে আগে-পিছে করলে চলবে না। যেমন, আগে

চেহরা ধুবে। তারপর হস্তদ্বয়। অতঃপর মাথা ও কানের মাসাহ করবে। তারপর পাদ্বয় ধৌত করবে।) ও বিনা বিরতিতে (উভয় স্থান ধুয়ার মধ্যে এত দীর্ঘ বিলম্ব করবে না যে, আগের স্থান শুকিয়ে যায়) করা জরুরী।

ওযূর অনেক ফযীলতও রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত (ওযূ করার সময় অন্তরে) এর অনুভূতি নিয়ে অযূ করা। উসমান ইবনে আফফান-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ)) رواه مسلم ٥٧٨

"যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করে, তার শরীর থেকে গুনাহ ঝরে যায়, এমন কি তার নখের নীচ থেকেও।" (মুসলিম) উসমান থেকেই আরো একটি হাদীস বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ)) [رواه مسلم ٢٣١]

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পরিপূর্ণ যূ করে, (তার জন্য) ফরয নামাযগুলি তাদের মধ্যবর্তী সময়ে ঘটিত পাপসমূহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়।" (মুসলিম) ওযূর পদ্ধতি

ওযূর পদ্ধতিঃ

১। অন্তরে অযূর নিয়ত করবে, মুখে নয়। তারপর বলবে, 'বিসমিল্লাহ'।

২। অতঃপর পানি নিয়ে তিনবার কুল্লী করবে এবং নাক ঝাড়বে।

৩। অতঃপর মুখমণ্ডলকে এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত দৈর্ঘে এবং মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে দাড়ির নিচে পর্যন্ত প্রস্থে তিনবার ধোবে।

৪। তারপর হস্তদ্বয়কে আঙ্গুলের ডগা থেকে কুনুই পর্যন্ত তিনবার ধোবে। প্রথমে ডান হাত, তারপর বাম হাত।

৫। অতঃপর ভিজে হাত দিয়ে মাথার একবার মাসাহ করবে। মাথার অগ্রভাগ থেক আরাম্ভ করে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে আবার অগ্রভাগে ফিরিয়ে এনে ছেড়ে দিবে।

৬। অতঃপর উভয় কানের একবার মাসাহ করবে। উভয় হাতের তর্জনী আঙ্গুলকে উভয় কানের ভিতরের অংশে প্রবেশ করিয়ে ভিতরের অংশ এবং বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা বাইরের দিক মাসাহ করবে।

৭। অতঃপর পা-দু'টিকে তিনবার ধোবে। আঙ্গুলের ডগা থেকে নিয়ে গুড়ালি সহ। প্রথমে ডান পা-পরে বাম পা-।

যদি অঙ্গগুলিকে একবার অথবা দু'বার ধৌত করে, তাতেও কোন অসুবিধা নেই, তবে শর্ত হলো, অঙ্গগুলি যেন পূর্ণরূপে ভিজে যায়।

৮। অতঃপর ওযূর সেই দুআটি পাঠ করা মুস্তাহাব, যা (হাদীসে) সাব্যস্ত। 'আশহাদু আনলা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অ আশহাদু আন্না মুহাম্মান আ'বদুহু অ রাসূলুহু'। উমার ইবনে খাত্তাব-ﷺ-থেক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ)) [رواه مسلم ٢٣٤]

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই সুন্দর করে ওযূ করে, তারপর বলে, 'আশহাদু আনলা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অ আশহাদু আন্না মুহাম্মান আ'বদুহু অ রাসূলুহু' তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যায়। যেটা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে।" (মুসলিম ২৩৪) নিম্নে চিত্রগুলি ভাল করে দেখুন,

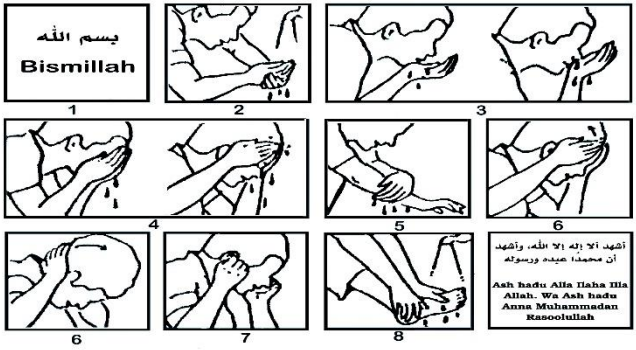

মোজার উপর মাসাহ করাঃ

ইসলাম যে সহজ-সরল ধর্ম তার একটি দিক হল, মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি দেওয়া। আর এটা (মোজার উপর মাসাহ করার ব্যাপারটা) নাবী কারীম-ﷺ-থেকে সাব্যস্ত। আমর ইবনে উমায়্যা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ)) رواه البخاري

"আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে তাঁর পাগড়ি ও মোজাদ্বয়ে মাসাহ করতে দেখেছি।" (বুখারী ২০৫) অনুরূপ মুগীরা ইবনে শো'বা-ﷺ- থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ)) متفق عليه

"একদা আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ ক'রে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করলেন। অতঃপর ফিরে এলে আমি আমার ঘটির পানি ঢেলে দিলাম। তিনি ওযূ করলেন এবং স্বীয় মোজাদ্বয়ে মাসাহ করলেন।" (বুখারী ২০৩-মুসলিম ২৪৭) তবে মোজার উপর মাসাহ করার শর্ত হলো, পবিত্রবস্থায় মোজাদ্বয় পরিধান করা। অর্থাৎ, ওযূ করে তা পরিধান করা। আর মাসাহ করার নিয়ম হলো, ভিজে হাত মোজার উপরে বুলিয়ে নেওয়া। মোজার নীচে মাসাহ করবে না। মুক্বীম (মুসাফির নয়)-এর মাসাহ করার সময় সীমা হল, এক দিন একরাত। আর মুসাফিরের জন্য ক্বসর করা জায়েয, তার মাসাহ করার সময় সীমা হল, তিনদিন দিনরাত। মাসাহর নির্দিষ্ট সময় সীমা শেষ হয়ে গেলে অথবা মাসাহ করার পর মোজাদ্বয় খুললে কিংবা গোসল ওয়াজিব করে এমন অপত্রিতার জন্য খুললে, মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়।

ওযূ নষ্টকারী জিনিসঃ

(১) উভয় রাস্তা (পেশাব ও পায়খানার দ্বার) দিয়ে যা কিছু নির্গত হয়। যেমন, পেশাব, পায়খানা, বাতকর্ম, বীর্য, মাযী, এবং অদী ও রক্ত ইত্যাদি। (২) নিদ্রা (৩) উটের গোশত খাওয়া। (৪) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এবং ওযূর ব্যাপারে স্মরণ না থাকা।

গোসলঃ

গোসল করা বলতে পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে সমস্ত শরীরকে পানি দিয়ে ধোয়া। নাক ঝেড়ে ও কুল্লি করে সমগ্র শরীরকে ধুবে তবেই গোসল সঠিক হবে। আর পাঁচটি জিনিসের কারণে গোসল ওয়াজিব হয়। যেমন,

প্রথমতঃ জাগ্রত অথবা নিদ্রাবস্থায় উত্তেজনা সহকারে নর-নারীর বীর্য পাত হওয়া। তবে যদি বিনা উত্তেজনায় বীর্যপাত ঘটে যেমন, রোগ অথবা অত্যধিক ঠান্ডার কারণে ঘটা, তাতে গোসল ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ যদি স্বপ্নদোষ হয় আর বীর্য বা বীর্যের কোন চিহ্ন না পায়, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না কিন্তু। যদি বীর্য স্বপ্নদোষের বা তার চিহ্ন পায়, তবে গোসল ওয়াজিব হবে, যদিও স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না থাকে।

যদিও স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না থাকে।

দ্বিতীয়তঃ লজ্জাস্থানের সাথে লজ্জাস্থানের মিলন ঘটা। অর্থাৎ, পুরুষ লিঙ্গ স্ত্রীর লিঙ্গে প্রবেশ হওয়া।

তৃতীয়তঃ মাসিক ও নেফাস (প্রসবজনিত রক্ত) বন্ধ হয়ে যাওয়া।

চতুর্থতঃ মৃত্যু। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব।

পঞ্চমতঃ যখন কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করে।

অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যা হারাম হয়ঃ

কিছু জিনিস অপবিত্র ব্যক্তির উপর হারাম হয়। যেমন, (১) নামায পড়া (২) তাওয়াফ করা (৩) অনুরূপ কুরআন স্পর্শ করা, কোথাও নিয়ে যাওয়া, অনুরূপ চুপি চুপি অথবা সশব্দে মুখস্থ বা দেখে তা পাঠ করা ইত্যাদি। (৪) মসজিদে অবস্থান করা। তবে মসজিদ হয়ে কোথাও যাওয়াতে দোষ নেই। অনুরূপ ওযূ করে নাপাকিকে হালকা করে নিলে মসজিদে অবস্থান করতে পারবে।

তায়াম্মুমঃ

তায়াম্মুম হলো, পানি না পেলে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য মাটি ব্যবহার করা। বাড়িতে এবং সফরে থাকাকালীন অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয। এটা অযূ এবং গোসলের পরিবর্তে করা হয়। আর এটা (তায়াম্মুম) জায়েয হয় নিম্নে উল্লেখিত কারণের ভিত্তিতে।

১। যখন পানি পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া যায় কিন্তু তা পবিত্রতা অর্জনের যথেষ্ট হয় না। তবে আগে পানির খোঁজ করবে, খোঁজ করার পরও যদি পানি না পায়, তাহলে তায়াম্মুম করবে। অথবা সন্নিকটেই পানি পাওয়া যায়, কিন্তু সেখান থেকে পানি আনতে গেলে জান ও মালে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

২। যদি আবহাওয়া অত্যধিক ঠাণ্ডা হয় এবং পানি ব্যবহার করলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে (তাহলে তায়াম্মুম করবে)।

৩। পানি সাথে আছে, কিন্তু তা পান করার অথবা রান্না করার জন্য তা

প্রয়োজন, তাহলে তায়াম্মুম করবে।

৪। যদি শরীর কোন স্থানে ক্ষত থাকে, তাহলে (প্রথমতঃ) ক্ষত স্থান ধুতে হবে। তবে যতি ধোয়াতে ক্ষতি হয়, তাহলে ভিজে হাত দিয়ে ক্ষত স্থান মাসাহ করবে। মাসাহ করাও যদি ক্ষত স্থানের জন্য ক্ষতিকর হয়, তাহলে (ক্ষত স্থান ব্যতীত) অন্যান্য স্থানগুলো ধুয়ে নেবে এবং এই (ক্ষত) স্থানের জন্য তায়াম্মুম করবে।

তায়াম্মুম করার নিয়মঃ

অন্তরে পবিত্রতা অর্জন করার নিয়ত করবে। অতঃপর হাতের তেলোদ্বয়কে একবার মাটিতে মারবে। তারপর তা মুখে বুলিয়ে নিবে। অতঃপর বাম হাতের তেলোকে ডান হাতের উপরের অংশে এবং ডান হাতের তেলোকে বাম হাতের উপরের অংশে বুলিয়ে নিবে। যাতে অযূ নষ্ট হয়ে যায়, তাতে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করে থাকে, সে যদি নামাযের পূর্বে অথবা নামায পড়তে পড়তে পানি পেয়ে যায়, তারও তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি নামায সমাপ্তির পর পানি পায়, তাহলে তার নামায শুদ্ধ গণ্য হবে, তাকে পুনরায় পড়তে হবে না।

হায়েজ ও নিফাসঃ

হায়েজ (মাসিক) হলো সেই রক্ত, যা সুস্থ অবস্থায় কোন রোগ ও প্রসব ছাড়াই নির্দিষ্ট সময়ে গর্ভস্থল থেকে নির্গত হয়।

আর নিফাস হলো সেই রক্ত, যা প্রসবের পর মহিলার গর্ভস্থল থেকে

বের হয়। মাসিক অবস্থায় ঋতুবর্তী ও নিফাস জনিতা মহিলার হায়েজ ও নিফাসের রক্ত আসা অবস্থায় নামায পড়া ও রোযা রাখা জায়েয নয়। কারণ, আয়েশা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন,

((إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي))

[متفق عليه]

"ঋতু আসলে নামায ছেড়ে দিবে এবং তা যখন বন্ধ হয়ে যাবে রক্ত ধুয়ে নিয়ে (পুনরায়) নামায পড়বে।" (বুখারী ৩৩১ ও মুসলিম ৩৩৩) এই অবস্থায় যে নামাযগুলি সে ত্যাগ করবে, তার কাযাও করতে হবে না। তবে ত্যাগকৃত রোযাগুলি কাযা করতে হবে। হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় তাওয়াফ করাও জায়েয নয়। হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও স্বামীর উপর হারাম। তবে সহবাস ছাড়া তার দ্বারা তৃপ্তি গ্রহণ করা তার জন্য জায়েয। হায়েজ অবস্থায় ক্বুরআন স্পর্শ করাও মহিলার জন্য জায়েয নয়।

রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে সে পবিত্র হবে। পবিত্রতার জন্য গোসল করা তার উপর ওয়াজিব। (পবিত্র হয়ে গেলে) সমস্ত নিষিদ্ধ জিনিস তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। যদি নামাযের সময় প্রবেশ হয়ে যাওয়ার পর কোন নারী মাসিক বা নেফাসে আক্রান্ত হয়ে যায়, নামাযের সময় হয়ে গেছে কিন্তু নামায পড়েনি এর মধ্যে যদি মহিলার হায়েজ হয়ে যায়, তাহেল সঠিক উক্তি এটাই যে, পবিত্র হওয়ার পর তাকে ঐ নামাযটা কাযা করতে হবে। আর নামাযের সময় শেষ হওয়ার

এতটা সময় পূর্বে যদি কোন মহিলা পবিত্র হয়, যাতে এক রাকাআত নামায পড়া যেত, তাহলে তাকে ঐ নামাযটা আদায় করতে হবে। যেমন, কেউ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে পবিত্র হয়, তাহলে তাকে আসরের নামায অবশ্যই পড়তে হবে। অনুরূপ সে যদি অর্ধরাত্রির পূর্বে পবিত্র হয়, তাহলে এশার নামায তাকে পড়তে হবে। এইভাবে রোযা রাখা অবস্থায় তার যদি হায়েজ শুরু হয়ে যায়, তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, যদিও সূর্যাস্তের সামান্যক্ষণ পূর্বে হয়। ফরয রোযা হলে সে দিনের রোযা তাকে কাযা করতে হবে। যেমন, রামাযানের রোযা।

কোন মহিলার হায়েজ থাকা অবস্থায় যদি ফজর উদিত হয়ে যায়, তাহলে সেদিনকার রোযা তার হবে না, যদিও ফজরের সামান্যক্ষণের পরেই সে পবিত্র হয়ে যায়। তবে যদি ফজরের সামান্যক্ষণ পূর্বে পবিত্র হয়ে যায় এবং সে রোযা রাখে, তাহলে তার রোযা সহীহ-শুদ্ধ হবে, যদিও সে গোসল করে ফজরের পর। যেমন, অপবিত্র অবস্থায় কেউ রোযার নিয়ত করল, কিন্তু সে গোসল করল ফজর উদিত হওয়ার পর, এমতাবস্থায় তার রোযা হয়ে যাবে।

নামাযঃ

নামায হলো ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের দ্বিতীয় ভিত্তি। প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানসম্পন্ন সকল মুসলিমের উপর নামায ওয়াজিব। যে নামাযের ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে, সে সকলের ঐক্যমতে কাফের। আর যে গড়িমসি ও অলসতার কারণে মোটেই নামায পড়ে না, অধিকাংশ

সাহাবাদের মতে সেও কাফের। কিয়ামতের দিন বান্দার আগে নামাযেরই হিসাব হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾ [النساء:١٠٣]

"নিশ্চয় নামায ফরয মু'মিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।" (সূরা নিসাঃ ১০৩) ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন,

((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) متفق عليه

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি খুঁটির উপর রাখা হয়েছে। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, নামায পড়া, যাকাত দেওয়া, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং রামাযান মাসে রোযা পালন করা।" (বুখারী ৮ ও মুসলিম ১৬) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- يَقُولُ: ((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ)) [رواه مسلم ٨٢]

"আমি নাবী কারীম-ﷺকে-বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মানুষের মধ্যে এবং শির্ক ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হল, নামায ত্যাগ করা।" (মুসলিম ৮২)

নামাযই হলো এমন আমল (ইবাতদ) যে ব্যাপারে কিয়ামতের দিন

বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে। আর নামায আদায় করার মধ্যে রয়েছে অনেক মাহাত্ম্য। এরই একটি মাহাত্ম্য আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَطَهَّرَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله، لِيَقْضِىَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الله، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً))

[رواه مسلم ٦٦٦]

"যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে অযূ করে আল্লাহর ঘরসমূহের কোন ঘরের দিকে যায়, আল্লাহরই ফরয করা কার্যসমূহের কোন কাজ আদায় করার জন্য, তার এক পদক্ষেপে গোনাহ মাফ হয় এবং অপরটির দ্বারা মর্যাদা বর্ধিত হয়।" (মুসলিম ৬৬৬)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَ يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ الله، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى ا لمَسَاجِدِ، وَإِنْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)) [رواه مسلم]

"আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দেব না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করে দিবেন এবং তোমাদের মর্যাদা উঁচু করে দিবেন?" সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন।

তিনি বললেন, কষ্টের সময় সুন্দরভাবে অযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণা করা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর এটা হলো সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত।" (মুসলিম ২৫১) অনুরূপ আবূ হুরাইরা-ﷺথেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন,

((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ))

"যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, তার জন্য আল্লাহ মেহমানদারীর উপকরণ প্রস্তুত করেন। যখন সে সেখানে যায়, তখনই তার জন্য ঐ মেহমানদারীর উপকরণ প্রস্তুত করা হয়।" (বুখারী ৬৬২ ও মুসলিম ৬৬৯)

নিম্নে নামায সম্পর্কীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হচ্ছেঃ

১। হাদীসের আলোকে জামাতের সাথে নামায পড়া পুরুষের উপর ওয়াজিব।

((فَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَام، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِم)) متفق عليه ٢٤٢٠، ٦٥١

"আমার এই ইচ্ছা হয় যে (কাউকে) নমায পড়ানোর নির্দেশ দেই, অতঃপর আমি সেই লোকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আগুন লাগিয়ে দেই, যারা নামাযে উপস্থিত হয় না।" (বুখারী ২৪২০ ও মুসলিম ৬৫১)

২। মুসলিমের উচিত শান্ত ও ধীরস্থীরতার সাথে মসজিদে আসা।

৩। অনুরূপ সুন্নত হল, ডান পা-আগে বাড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করবে

এবং মসজিদে প্রবেশ করার দুআটি পড়বে। (اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) (আল্লাহুম্মাফতাহ্ লী আবওয়াবা রাহমাতিকা) 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও!' (মুসলিম)

৪। সুন্নত হলো, বসার পূর্বে দু'রাকাআত 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' (দাখেলী মাসজিদ)-এর নামায পড়া। কারণ, আবূ ক্বাতাদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)) [متفق عليه]

"যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্ব দু' রাকাআত নামায পড়ে নেয়।" (বুখারী ৭১৪ ও মুসলিম ৪৪৪)

৫। নামাযে লজ্জাস্থান ঢাকা ওয়াজিব। পুরুষের লজ্জাস্থান হলো, নাভির নীচে থেকে হাঁটু পর্যন্ত। পক্ষান্তরে নামাযে মহিলার মুখমণ্ডল ছাড়া সমগ্র শরীরটাই লজ্জাস্থান তথা ঢাকতে হবে।

৬। ক্বেবলামুখী হওয়া ওয়াজিব। এটা হচ্ছে নামায কবুল হওয়ার শর্ত। তবে দু'টি অবস্থায় ব্যতিক্রম আছে। প্রথমঃ ব্যাধি ইত্যাদির কারণে কোন বাধা থাকলে। দ্বিতীয়ঃ সফরে চলমান অবস্থায় থাকলে। তবে এটা নফল নামাযের ক্ষেত্রে, ফরয নামাযে নয়।

৭। নামাযকে যথা সময়ে আদায় করা ওয়াজিব। সময়ের পূর্বে নামায আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে না এবং সময় হয়ে গেলে তা বিলম্ব করাও হারাম।

৮। অগ্রিম মসজিদে গিয়ে প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর এবং নামাযের অপেক্ষা করার প্রতি অগ্রহী হতে হয়। কারণ, এতে আছে অনেক

ফযীলত। যেমন, আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ)) [متفق عليه]

“লোকেরা যদি জানত যে, আযান দেওয়ার ও নামাযের প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর কি মাহাত্ম্য আছে, অতঃপর (তাতে অংশগ্রহণের জন্য) যদি লটারি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় না পেত, তবে তারা অবশ্যই সে ক্ষেত্র লটারির সাহায্য নিত। (অনুরূপ) তারা যদি জানত যে, আগে আগে মসজিদে আসার কি ফযীলত, তাহলে তারা সে ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করত।” (বুখারী ৬১৫ ও মুসলিম ৪৩৭) আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ...)) [رواه البخاري ومسلم ٦٥٩، ٦٤٩]

“নামাযের প্রতীক্ষা যতক্ষণ (কাউকে) আটকে রাখে, ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যেই থাকে।” (বুখারী ৬৫৯ ও মুসলিম ৬৪৯)

নামাযের সময়ঃ

*যোহরের সময় শুরু হয় সূর্য ঢলে যাওয়ার পর। অর্থাৎ, আকাশে ঠিক মাথার উপর অবস্থিত বিন্দু থেকে সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে যায় তখন

থেকে নিয়ে কোন জিনিসের ছায়া যখন (লম্বায়) তার সমান হয়ে যায়, তখন পর্যন্ত।

* আসরের সময় হলো, কোনো জিনিসের ছায়া যখন তার সমান হয়ে যায়, তখন থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

* মাগরিবের সময় হলো, সূর্যাস্ত থেকে নিয়ে শাফাক্ব অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত। আর শাফাক্ব হলো, সূর্যাস্তের পর (পশ্চিম গগনে দৃশ্যমান) লালাকার আভা।

* এশার সময় হল, শাফাক্ব অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত।

* ফজরের সময় হল, ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

যে স্থানগুলোতে নামায পড়া সহীহ-শুদ্ধ হবে নাঃ

১। কবরস্থানসমূহেঃ কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ)) [رواه الخمسة، وهو حديث صحيح]

"গোসলখানা ও কবরস্থান ব্যতীত পুরো যমীনটাই মসজিদ।" (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)। তবে জানাযার নামায কবরস্থানে পড়া জায়েয। অনুরূপ গোসলখানাতেও নামায পড়া জায়েয। কিন্তু যেখানে মানুষ নিজের প্রয়োজন পূরণ (পেশাব-পায়খানা) করে, সেখানে নামায পড়া কঠোর-ভাবে নিষেধ।

২। কবরের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়াঃ আবূ মারষাদ গানাবী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)) [رواه مسلم ٩٧٣]

“কবরসমূহের দিকে মুখ ক’রে নামায পড়ো না এবং তার উপর বসো না।” (মুসলিম ৯৭৩)

৩। উটের খোঁয়ারেঃ যেখানে উট থাকে বা উটের আশ্রয়স্থল। অনুরূপ অপবিত্র স্থানেও নামায পড়া জায়েয নয়।

নামায পড়ার তরীকা-পদ্ধতি

নামাযের সময় এবং অন্যান্য যাবতীয় ইবাদতের সময় নিয়ত করা অত্যাবশ্যক। তবে এই নিয়ত অন্তরে হবে মুখে উচ্চারিত হবে না। নিম্নে নামায পড়ার নিয়ম-পদ্ধতির কথা তুলে ধরা হচ্ছেঃ

১। মুসাল্লী সমগ্র শরীর সহ ক্বেবলা মুখী হবে, এদিক ওদিক তাকাবে না।

২। তারপর আল্লাহু আকবার বলে তাকবীরে তাহরীমা পাঠ করবে। তাকবীর বলার সময় উভয় হাতকে কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত তুলবে।

৩। অতঃপর ডান হাতের চেটোকে বাম হাতে রেখে তা বুকের উপর স্থাপন করবে।

৪। তারপর ইসতিফতাহর দুআ পড়বে। হয় এই ((الحَمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ)) (আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসীরান ত্বায়্যিবান মুবারাকান ফী-হ) দুআটি পড়বে অথবা পড়বে,

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ))

[رواه أبوداود والترمذي ٧٧٥-٢٤٢، وصححه الألباني]

"সুবহা-নাকাল্লাহুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবা-রাকাসমুকা অ তাআলা জাদ্দুকা অ লা-ইলাহা গায়রুকা" (হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি।) কিংবা ইস্তিফতার দুআসমূহের মধ্য হতে অন্য যে কোন দুআ পড়বে। তবে উত্তম হল, কোন একটি দুআকে অব্যাহতভাবে না পড়ে ভিন্ন ভিন্ন দুআ পড়বে। কারণ, এতে নম্র-বিনয়ীভাব সৃষ্টি হবে এবং আন্তরিকতাও বাড়বে।

৫। অতঃপর 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশশায়ত্বানীর রাজীম' পড়বে।

৬। তারপর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে।

﴿الحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾

"আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'-লামীন, আররাহমা-নির রাহীম, মা-লিকি ইয়াউ মিদ্দীন, ইয়্যাকানা' বুদু অ ইয়্যাকা নাস্তায়ীন, ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাক্বীম, সিরাত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্যোল্লীন" (সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল জাহানের রব্ব। যিনি দয়াময় মেহেরবান। বিচার দিনের মালিক। আমরাত তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক প্রদর্শন করো। তাঁদের পথ যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো। যাঁরা অভিশপ্ত নয়, যাঁরা পথভ্রষ্ট নয়।

৭। অতঃপর ক্বুরআন থেকে যে কোন সূরা পড়বে।

৮। অতঃপর রুকূ' করবে। রুকূ' করার সময় হাত দু'টিকে কাঁধ বরাবর তুলবে আর বলবে, 'আল্লাহু আকবার।' রুকূ'তে তুমি তোমার হাত দু'টিকে তোমার হাঁটুর উপর রাখবে আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক করে। আর রুকূ'তে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' দুআটি পড়বে। সুন্নত হল, দুআটি তিনবার পড়া। তিনের অধিক পড়াও জায়েয। একবার পড়লেও যথেষ্ট হবে।

৯। তারপর তুমি 'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলে রুকূ' থেকে মাথা তুলবে, যদি তুমি একা নামায পড় অথবা তুমি ইমাম হও। রুকূ' থেকে উঠার সময় হাত দু'টিকে কাঁধ বরাবর তুলবে। আর তুমি যদি কোন ইমামের পিছনে নামায আদায় কর, তাহলে 'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদাহ'-এর পরিবর্তে 'রাব্বানা অ লাকাল হামদু' বলবে।

১০। রুকূ' থেকে উঠার পর বলবে,

((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)) [رواه مسلم ٧٧١]

"আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ্ মিলআস্ সামা অতি মিলআল আরয্, অ মিলআ মা-বায়নাহুমা অ মিলআ মা-শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু" (হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আকাশ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দু'য়ের মধ্যকার মহাশূন্যকে পূর্ণ করে দেয়। আর এগুলো ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও, তাও ভর্তি করে দেয়)। (মুসলিম ৭৭১)

১১। অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে প্রথম সাজদাটি করবে। সাতটি অঙ্গ দ্বারা সাজদা করবে। আর তা হল, নাক সহ কপাল, উভয় হাতের তেলো, হাঁটুদ্বয় এবং উভয় পায়ের অগ্রভাগ। সাজদার বগল ও পার্শ্বদয় প্রশস্ত রাখবে এবং সমস্ত অঙ্গুলগুলো ক্বেবলামুখী রাখবে। সাজদায় (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' দুআটি পাঠ করবে। দুআটি তিনবার পড়া সুন্নত। তিনের অধিক পড়াও জায়েয। আবার একবার পড়লেও যথেষ্ট হবে। সাজদায় বেশী বেশী দুআ করা মুস্তাহাব। কারণ, এটা দুআ কবুল হওয়ার স্থানসমূহের একটি স্থান।

১২। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদা থেকে মাথা তুলবে। উভয় সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসবে এবং ডান পা উঠিয়ে রাখবে। আর ডান হাত ডান পায়ের হাঁটুর নিকটস্থ উরুর উপর রাখবে, আর বাম হাত বাম পায়ের হাঁটুর নিকটস্থ উরুর উপর রাখবে। উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে রাখবে। আর এই বৈঠকে (رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ، رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ) 'রাব্বিগ ফিরলী রাব্বিগ ফিরলী' দুআটি পড়বে।

১৩। তারপর দ্বিতীয় সাজদা করবে এবং প্রথম সাজদায় যা করেছে, দ্বিতীয় সাজদাতেও তা করবে।

১৪। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে (সামান্য একটু বসে) আবার দাঁড়িয়ে যাবে।

১৫। প্রথম রাকআত যেভাবে পড়া হয়েছে, দ্বিতীয় রাকাআতও অনুরূপ পড়বে ও করবে। তবে ইসতিফতার দুআ এবং 'আঊযু বিল্লাহ' পড়বে

না। দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সাজদার পর দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে যেভাবে বসেছিল, সেভাবে বসবে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো গুটিয়ে নেবে এবং বৃদ্ধা ও মধ্যমা দ্বারা বালা বানিয়ে তর্জনী দিয়ে ইশারা করবে। আর এই বৈঠকে তাশাহহুদ পড়বে। তাশাহহুদ হল,

((التَّحِيَّاتُ لله، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) [رواه البخاري ٨٣١]

“আত্তহিয়্যা-তু লিল্লাহি অস্সালা-ওয়াতু অত্বত্বাইয়িবা-তু আস্সালামু আলাইকা আয়্যুহান্নাবিয়্যু অ রাহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু, আসসালামু-আলাইনা-অ-আ’লা-ইবাদিল্লাহিস-সা-লিহীন,আশহাদু আন-লা-ইলাহা-ইল্লাল্লা-হু অ-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ’বদুহু অ রাসূলুহু” (যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্যই। হে নাবী! আপনার উপর সর্বপ্রকার শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ-ﷺ-আল্লাহর রাসূল)। (বুখারী ৮৩১) অতঃপর ‘আল্লাহু আকবার’ বলে আবার দাঁড়াবে, যদি তিন রাকাআত বিশিষ্ট নামায হয় যেমন, মাগরিবের নামায, অথবা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামায হয় যেমন, যোহর, আসর ও এশার নামায। এখানেও হাত দু’টিকে (বুকের উপর ধারণ করার পূর্বে) কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। এইভাবে অবশিষ্ট নামাযগুলি দ্বিতীয়

রাকাআতের ন্যায় পূরণ করবে। তবে অবশিষ্ট রাকাআতগুলিতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে। শেষ রাকাআতের দ্বিতীয় সাজদার পর তাশাহহুদের সাথে দরূদে ইব্রাহীম পড়বে।

((التَّحِيَّاتُ لله، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)) [رواه البخاري ٨٣١]

“আত্তহিয়্যা-তু লিল্লাহি অস্সালা-ওয়াতু অত্ত্বাইয়িবা-তু আস্সালামু আলাইকা আয়্যুহান্নাবিয়্যু অ রাহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু, আসসালামু-আলাইনা-অ-আ’লা-ইবাদিল্লাহিস-সা-লিহীন-আশহাদু আন-লা-ইলাহা-ইল্লাল্লা-হু-অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ’বদুহু অ-রাসূলুহু, আল্লাহুম্মা সাল্লি আ’লা মুহাম্মাদ অ-আ’লা-আলি মুহাম্মাদ-কামা-সাল্লাইতা-আ’লা -ইব্রাহীম্-অ-আ’লা-আলিইব্রাহীম্ ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ, আলল্লাহুম্মা বা-রিক আ’লা মুহাম্মাদ অ আ’লা আলি মুহাম্মাদ কামা-বা-রাকতা আ’লা ইব্রাহীম্ অ আ’লা আলি ইব্রাহীম্ ইন্নাকা হাদুম্ মাজীদ” তারপর নিজের পছন্দমত দুআ করতে পারবে এবং বেশী বেশী দুআ করা সুন্নতও বটে। এখানে (নিম্নের) দুআটি করার কথা এসেছ,

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ))

"আল্লহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন আযাবিল ক্বাবরি, অ মিন আযিবিন্নার, অ মিন ফিতনাতিল মাহইয়া অল মামাতি, অ মিন ফিতনাতিল মাসী হিদ্দাজ্জাল"

১৬। অতঃপর 'আসসালামু আলাইকুম' বলে প্রথমে ডান দিকে, তারপর বাম দিকে সালাম ফিরবে।

১৭। যোহর, আসর, এবং এশার নামাযের শেষ তাশাহহুদে 'তাওয়ার্ রুক' ক'রে বসা সুন্নত। অর্থাৎ, ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের অগ্র-ভাগকে জঙ্ঘা (হাঁটু থেকে গাঁট পর্যন্ত পায়ের অংশ)র নীচ দিয়ে বের ক'রে রেখে পাছাকে যমীনে ভর করে বসবে। আর হাত দু'টিকে ঐভাবেই রাখবে, যেভাবে প্রথম তাশাহহুদে রেখেছিল। নিম্নে চিত্রগুলি ভাল করে দেখুন,

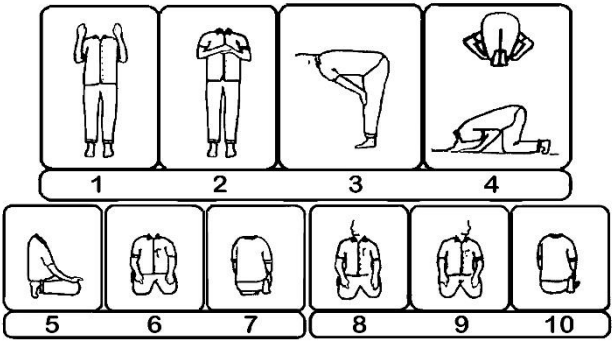

সালাম ফিরার পর যিকির-আযকারঃ

নামাযের সালাম ফিরার পর বলবে,

((أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)) [رواه مسلم ٥٩١]

"আস্তাগ ফিরুল্লাহ, আস্তাগ ফিরুল্লাহ, আল্লাহুম্মা আন্তাস্ সালাম অ-মিনকাস্ সালাম তাবা-রাকতা ইয়া জালজালালি অল ইকরাম" (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই, হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, তোমার পক্ষ হতেই শান্তি আসে, তুমি বরকতময় হে মহিমাময় ও মহানুভব)। (মুসলিম ৫৯১)

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ)) [متفق عليه ٨٤٤-٥٩٣]

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলক্ অলাহুল হামদু অহুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, আল্লাহুম্মা লা-মা-নিআ' লিমা আ'ত্বাইতা অলা-মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু" (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই সারা রাজত্ব, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো, তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর তুমি যা রোধ করো, তা কেউ দিতে পারে

না। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব হতে বাঁচাতে কোন উপকারে আসবে না)। (বুখারী ৮৪৪ ও মুসলিম ৫৯৩)

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)) [رواه مسلم ٥٩٤]

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ অহতাহু লা-শরীকালাহু লাহুল মুলক্ অলাহুল হামদু অহুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, লা হাউলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু, লাহুন্নি'মাতু, অলাহুল ফাযলু অলাহুস সানাউল হাসান, লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ মুখলিসীনা লাহুদ্দীন অলাউ কারিহাল কাফিরুন" (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই সারা রাজত্ব, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহর প্রেনণা ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকর্ম করার সাধ্য কারো নেই। আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। যাবতীয় নিয়ামত, অনুগ্রহ এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধচিত্তে দ্বীনকে খালেস ক'রে তাঁরই ইবাদত করি, যদিও কাফেরদের কাছে তা অপছন্দনীয়)। (মুসলিম ৫৯৪) তারপর ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লাহ' পড়বে। ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়বে। ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে। তারপর এরশ' পূরণ করার জন্য পড়বে,

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) [رواه مسلم ٥٩٧]

"আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই সারা রাজত্ব, আর সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।" (মুসলিম ৫৯৭) অতঃপর আয়াতুল কুরসী, ক্বুল-হুওয়ালাহু আহাদ, ক্বুল আঊযু বিরাব্বিল ফালাক্ব, ক্বুল আঊযু বিরাব্বিন্নাস পড়বে। আর এটা প্রত্যেক নামাযের পর পড়বে। ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর উল্লিখত সূরাগুলি তিনবার করে পড়া মুস্তাহাব।

যার নামায ছুটে যায়ঃ

কারো যদি নামাযের কোন কিছু ছুটে যায়, এক রাকাআত বা একাধিক রাকাআত অনাদায় রয়ে যায়, তাহলে ইমামের সাথে সে যা পায়নি, তাহলে সে তা পূরণ করবে ইমামের দ্বিতীয় সালামের পর। আর সেটাই তার প্রথম রাকাআত হবে, যেটা সে ইমামের সাথে পেয়েছে। ইমামের সাথে যদি রুকু' পেয়ে যায়, তাহলে সেটা রাকাআত হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি ইমামের সাথে রুকু' না পায়, তাহলে তার ঐ রাকআতটা পুরোই ছুটে যাবে। যে নামায শুরু হওয়ার পরে তাতে শামিল হয়, তার উচিত মসজিদে প্রবেশ ক'রে সরাসরি জামাআতে শামিল হয়ে যাওয়া। তাতে তারা (মুক্তাদীগণ) যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন। দাঁড়ানো অবস্থায়, রুকু' অবস্থায় অথবা সাজদা অবস্থায় কিংবা অন্য যে কোন অবস্থায়। তাদের পরের রাকাআতের জন্য দাঁড়ানোর অপেক্ষা করবে না। আর সে তাকবীরে তাহরিমা দাঁড়িয়ে

আদায় করবে। তবে অপারগ-অসুস্থ ব্যক্তিবর্গ হলে তার কথা ভিন্ন। (সে বসে আদায় করতে পারবে)।

নামায নষ্টকারী বস্তুসমূহঃ

১। ইচ্ছাকৃত বাক্যালাপ, যদিও তা স্বল্প হয়।

২। সমগ্র শরীর সহ ক্বিবলা বিমুখ হয়ে যাওয়া।

৩। অযূ নষ্টকারী কোন জিনিস সংঘটিত হওয়া।

৪। বিনা কারণে অত্যধিক নড়া-চড়া করা।

৫। হাসাহাসি করা, যদিও তা স্বল্প হয়।

৬। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন একটি রুকু' অথবা সাজদা কিংবা কিয়াম বা বৈঠক বৃদ্ধি করা।

৭। ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামের আগে কোন কাজ করা।

নামাযের ওয়াজিবসমূহঃ

১। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সমস্ত তকবীর পাঠ করা।

২। রুকু'তে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' দুআটি কম-সে-কম একবার পড়া।

৩। ইমাম ও একা নামায আদায়কারীর রুকু' থেকে উঠার সময় 'সামিয়াল্লা-হ লুলিমান' হামিদাহ বলা।

৪। রুকু' থেকে উঠে 'রাব্বানা অ লাকাল হামদু' বলা।

৫। সাজদায় 'সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা' দুআটি কম-সে-কম একবার বলা।

৬। দুই সাজদার মাঝখানে ‘রাব্বিগফির লী’ দুআটি পড়া।

৭। প্রথম তাশাহহুদ।

৮। তাশাহহুদের জন্য বসা।

৬। দুই সাজদার মাঝে ‘রাব্বিগফিরলী’ দুআটি পড়া।

৭। প্রথম তাশাহহুদ।

৮। প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসা।

নামাযের রুক্‌নসমূহঃ

১। ফরয নামাযে সামর্থ্য থাকলে দাঁড়ানো, নফল নামাযে দাঁড়ানো জরুরী নয়। কিন্তু বসে নামায পড়ার নেকী দাঁড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেক।

২। তাকবীরে তাহরীমা।

৩। প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহা পড়া।

৪। প্রত্যেক রাকাআতে রুকু’ করা।

৫। রুকু’ থেকে সমানভাবে দাঁড়ানো।

৬। প্রত্যেক রাকাআতে সাতটি অঙ্গের দ্বারা দু’বার সাজদা করা।

৭। দুই সাজদার মাঝে বসা।

৮। উল্লিখিত সমস্ত কার্যাদি পালনে ধীরস্থিরতা বজায় রাখা।

উপর দরূদ পাঠ করা।

৯। শেষের তাশাহহুদ।

১০। শেষের তাশাহহুদের জন্য বসা।

১১। নবীর উপর তরূত পাঠ করা

১২। সালাম ফিরানো।

১৩। রুকুনসমূহের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

নামাযে ভুলে গেলেঃ

নামাযী যদি নামাযে কিছু ভুলে যায়, নামাযে কোন কিছু বেশী করে ফেলে অথবা কম করে ফেলে কিংবা বেশী হযেছে, না কম হয়েছে, এ ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তাহলে সে সাহু সাজদা দেবে। যদি ভুল ক'রে কিয়াম, রুকু' অথবা বৈঠক ইত্যাদি বেশী করে ফেলে, তাহলে সে সালাম ফিরার পর দু'বার সাজদা করবে। অনুরূপ ভুল ক'রে যদি নামাযের কর্ম অথবা কথাসমূহের কোন কিছু বাদ পড়ে যায়, আর যেটা বাদ পড়েছে, সেটা যদি রুকুন হয় এবং পরের রাকাআত শুরু করার আগেই তা স্মরণে এসে যায়, তাহলে সে ফিরে যাবে এবং বাদ পড়া রুকুন ও তার পরের অংশ পূরণ ক'রে সাজদা সাহু দেবে। কিন্তু যদি পরের রাকাআত পড়তে শুরু করার পর তার স্মরণে আসে, তাহলে যে রাকাআতের রুকুন বাদ পড়ছে, সে রাকাআতটা বাতিল গণ্য হবে এবং পরের রাকাআতটা তার স্থানে চলে আসবে।

আর যদি বাদ পড়া রুকুনের কথা সালাম ফিরার পর স্মরণে আসে এবং (সালাম ফিরা ও স্মরণে আসার মধ্যে) ব্যবধান দীর্ঘ না হয়, তাহেল পুরো রাকাআতটা আদায় ক'রে সাজদা সাহু দেবে। পক্ষান্তরে ব্যবধান যদি দীর্ঘ হয়ে যায়, অথবা যদি অযূ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পুরো নামাযটা পুনরায় আদায় করবে।

আর যদি কোন ওয়াজিব কাজ ছুটে যায়, যেমন, প্রথম তাশাহহুদ ইত্যাদি সহ ওয়াজিব কার্যাদিসমূহের যে কোন কাজ যদি ছুটে যায়, তাহলে সালাম ফিরার আগে দু'বার সাজদা সাহু দিবে।

আর যদি ব্যাপারটা সন্দেহের হয়, আর তা যদি রাকাআতের সংখ্যা নিয়ে হয়, যেমন, দু'রাকাআত হয়েছে, না তিন রাকাআত, এ নিয়ে সন্দেহ হয়েছে, তাহলে সে কম সংখ্যা ধরবে। কারণ, এটা তার নিকট নিশ্চিত। তারপর সাজদা সাহু দেবে। আর যদি সন্দেহ রুকুন বাদ পড়ার ব্যাপারে হয়, তাহেল তাকে মনে করতে হবে যে, সে রুকুন ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং সে ঐ রুকুন ও তার পরের অংশ পূরণ করে সাজদা সাহু দিবে। আর যদি উভয় সম্ভাব্য বিষয়ের মধ্যে কোন একটির প্রতি তার ধারণা সুদৃঢ় হয়, তাহলে সে তার সুদৃঢ় ধারণা অনুযায়ী আমল করবে এবং শেষে সাজদা সাহু দিবে।

সুন্নত নামাযসমূহঃ

বাড়িতে অবস্থান করাকালীন বার রাকাআত সুন্নত নামাযের যত্ন নেওয়া প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য মুস্তাহাব। যোহরের আগে চার রাকাআত এবং পরে দু'রাকাআত, মাগরিবের পরে দু'রাকাআত, এশার পরে দু'রাকাত এবং ফজরের (ফরয নামাযের) আগে দু'রাকাআত। উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لله كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ)) [رواه مسلم ٧٢٨]

"যে মুসলিম বান্দা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফরয নামাযগুলি আদায় করার পরও (অতিরিক্ত) আরো বার রাকাআত সুন্নত নামায আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন, অথবা

তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে।" (মুসলিম) আর এই সুন্নত নামাযগুলি মুসলিমের স্বীয় বাড়িতে আদায় করাই উত্তম। জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا)) [رواه مسلم ٧٧٨]

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে নামায আদায় করে, তখন সে যেন তার নামাযের কিয়দংশ স্বীয় বাড়ির জন্য ছেড়ে রাখে, কারণ, অবশ্যই আল্লাহ তার বাড়ির নামাযের জন্য কল্যাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" (মুসলিম ৭৭৮) অনুরূপ বুখারী ও মুসলিম শরীফে যায়েদ ইবনে সাবেত-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ)) [متفق عليه]

"ফরয নামায ব্যতীত মানুষের উত্তম নামায হলো তার বাড়ির নামায।" (বুখারী ৬১১৩-মুসলিম ৭৮১)

বিতরের নামায

বিতরের নামায আদায় করা মুসলিমের জন্য সুন্নত। আর এটা সুন্নাতি মুআক্কাদা তথা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। এই নামাযের সময় হল, এশার পর থেকে নিয়ে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। তবে যার পুরো আস্থা থাকে যে, সে (শেষ রাতে উঠতে পারবে), তার জন্য উত্তম হল শেষ রাতে তা আদায় করা। এটা এমন এক সুন্নত, যা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কখনই ত্যাগ করেননি। বরং সফরে ও বাড়িতে থাকা অবস্থায় সদা-সর্বদা এর যত্ন নিয়েছেন। বিতরের সর্ব নিম্ন সংখ্যা হলো, এক রাকাআত।

কোন কোন রাতে তিনি এগার রাকাআতও পড়তেন। যেমন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ)) [رواه مسلم ٧٣٦]

"রাসূলুল্লাহ-ﷺ-রাতে এগার রাকাআত নামায পড়তেন। তার মধ্য থেকে এক রাকাআতকে বিতর বানাতেন।" (মুসলিম ৭৩৬) আর রাতের নামাযগুলি দু'রাকাআত দু'রাকাআত করে পড়াই নিয়ম। উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,

((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)) [رواه مسلم ٧٤٩]

"রাতের নামায দু'রাকাআত দু'রাকাআত করে পড়বে। কারো যদি প্রভাত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে সে এক রাকাআত পড়ে পূর্বে পড়া সব নামাযকে যেন বিতর বানিয়ে নেয়।" (মুসলিম ৭৪৯)

বিতরের নামাযে রুকু'র পর কখনো কখনো কুনুতের দুআ পড়া মুস্তাহাব। কারণ, হাসান ইবনে আলী-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিয়েছিলেন যা তিনি বিতরের দুআয় পড়তেন। তবে এ দুআ তিনি অব্যাহত ধারায় পড়তেন না। আর যারা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বিতরের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের অধিকাংশরাই তাঁর (রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর) কুনুত পড়ার কথা উল্লেখ করেনি।

অনুরূপ কারো যদি রাতের নামায ছুটে যায়, তাহলে সে দিনে

জোড় সংখ্যায় তা আদায় করতে পারবে। অর্থাৎ, দু'রাকাআত, অথবা চার রাকাআত, কিংবা ছয় রাকাআত বা আট রাকাআত, কিংবা দশ রাকাআত বা বার রাকাআত পড়বে। কারণ, নাবী কারীম-ﷺ-ও এ রকম করেছেন।

ফজরের দু'রাকাআত সুন্নত

সুন্নত নামাযগুলির মধ্যে যে সুন্নত নামাযকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যত্ন সহকারে আদায় করেছেন এবং সফরে ও বাড়িতে কোন অবস্থাতেই তা ত্যাগ করেননি, তা হলো, ফজরের দু'রাকাআত সুন্নত। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ)) [متفق عليه ١١٦٣-٧٢٤]

"নাবী কারীম-ﷺ-সুন্নত নামাযগুলির মধ্যে অন্যান্য সুন্নতের তুলনায় ফজরের দু'রাকাআত সুন্নতের সর্বাধিক যত্ন নিতেন।" (বুখারী ১১৬৩, মুসলিম ৭২৪) আর এই দু'রাকাআত সুন্নত সম্পর্কে তিনি বলেন,

((لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا جَمِيعًا)) [رواه مسلم ٧٢٥]

"এই দু'রাকাআত সুন্নত আমার নিকট সারা দুনিয়ার চাইতে প্রিয়।" (মুসলিম ৭২৫) প্রথম রাকাআতে 'ক্বুলয়া আয়্যুহাল কাফীরুন' এবং দ্বিতীয় রাকাআতে 'ক্বুলহুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়া সুন্নত। আবার কখনো প্রথম রাকাআতে 'ক্বুলু আমান্না বিল্লাহি অমা উনযিলা ইলায়না' এবং দ্বিতীয় রাকাআতে 'ক্বুল ইয়া আহালাল কিতাবি তা'আলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়ায়িম বায়নানা অ বায়নাকুম'ও পড়তেন।

কেউ যদি ফজরের (ফরয নামাযের) আগে সুন্নত দু'রাকাআত পড়তে না পারে, তাহলে সে পরে আদায় করতে পারবে। তবে সূর্য সড়কি বরাবর উঠে যাওয়ার পর আদায় করা উত্তম। সূর্য ঢলার মুহূর্ত পর্যন্ত তা আদায় করা যায়।

চাশ্‌তের নামায

এটাকেই আওয়াবীনের নামায বলা হয়। এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত নামায। অনেক হাদীসে এই নামায পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আবূ যার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম-ﷺ-বলেছেন,

((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى)) [رواه مسلم ٧٢٠]

"তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি এমন অবস্থায় প্রভাত করে যে, তার উপর প্রত্যেক জোড়গুলোর জন্য সাদক্বা ওয়াজিব হয়। তাই প্রত্যেক 'সুবহানাল্লাহ' সাদক্বা হিসাবে গণ্য হয়। প্রত্যেক 'আলহামদু লিল্লাহ' সাদক্বা হিসাবে গণ্য হয়। প্রত্যেক 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাদক্বা হিসাবে গণ্য হয়। প্রত্যেক 'আল্লাহু আকবার' সাদক্বা হিসাবে গণ্য হয়। সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ সাদক্বা হিসাবে গণ্য হয়। আর এ সব কাজের পরিবর্তে চাশতের দু'রাকাআত নামায যথেষ্ট

হবে।" (মুসলিম ৭২০) আর আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ)) [متفق عليه ١١٧٨-مسلم ٧٢١]

"আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ-ﷺ-) আমাকে তিনটি বিষয়ের অসীয়ত করেছেন। যতদিন জীবিত থাকব আমি সেগুলি কখনোও ত্যাগ করব না। প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা, চাশ্‌তের নামায পড়া এবং বিতর পড়ে ঘুমানো।" (মুসলিম ৭২১)

এই নামাযের উত্তম সময় হল, সূর্য অনেকটা উঠে যখন তার তাপ তীব্র হয়, তখন থেকে নিয়ে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত। এই নামাযের কম-সে-কম সংখ্যা হলো, দু'রাকাআত, আর বেশীর কোন বির্দিষ্ট সংখ্যা নেই।

যে সময়ে নামায পড়া নিষেধঃ

এমন কিছু সময় রয়েছে, যে সময়ে নামায পড়া নিষেধ। আর তা হল,

১। ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য উঠে সড়কি পরিমাণ উপরে উঠা পর্যন্ত। অর্থাৎ সূর্য উঠার থেকে প্রায় ১০ মিনিট।

২। সূর্য যখন আকাশে ঠিক মাথার উপরে অবস্থিত বিন্দুতে স্থির হয়ে যায়, তখন (আর এটা জানা যায় ছায়া স্থির হয়ে গেলে) থেকে নিয়ে সূর্য পশ্চিমে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত।

৩। আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

তবে নিষিদ্ধ সময়ে কোন কোন নামায পড়া জায়েয। যেমন, কারণ-

ভিত্তিক নামাযসমূহ। তাহিয়্যাতুল মসজিদ, জানাযার নামায, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নামায, দু'রাকাআত তাওয়াফের নামায এবং অযূ ইত্যাদির (সুন্নত)। অনুরূপ ছুটে যাওয়া ফরয নামাযও (নিষিদ্ধ সময়ে আদায় করা যায়)। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)) [متفق عليه]

"যে ব্যক্তি কোন নামায ভুলে যায় অথবা নিদ্রার কারণে ছুটে যায়, তার কাফফারা হল, স্মরণ হওয়ার পর তা পড়ে নেওয়া।" (বুখারী ৫৯৭, মুসলিম ৬৮৪) অনুরূপ ফজরের সুন্নাতও (ফরযের পর পড়া যায়)। আর যে যোহরের সুন্নাত সময়ে পড়তে পারেনি, সে আসরের পর তা কাযা করতে পারে।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	অপবিত্রতা কাকে বলে?
৪	অপবিত্রতার প্রকার
৪	পবিত্রতার বিধান
৬	ওযূ
৭	ওযূর পদ্ধতি
৯	মোজার উপর মাসাহ করা
১১	ওযূ নষ্টকারী জিনিস
১২	গোসল
১২	অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যা করা হারাম
১৪	হায়েজ ও নিফাস
১৫	নামায
২০	নামাযের সময়
২১	যে স্থানগুলোতে নামায নিষেধ
২২	নামায পড়ার তরীকা-পদ্ধতি
২৯	নামায পর যিকির
৩১	যার নামায ছুটে যায়
৩২	নামায নষ্টকারী বস্তুসমূ
৩৫	সুন্নত নামাযসমূহ